দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতত্ত্ব প্রকাশ করত ব্রহ্মকে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাকে তাঁহার অংশ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার পুরুষাবতার ও জীবসমূহের পরম আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা প্রমাণ করিয়া তাঁহার মূল-নারায়ণত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপের প্রাভব-বৈভব-ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ, অংশ-শক্ত্যাবেশ-ভেদে দ্বিবিধাবতার এবং বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মভেদে দুইপ্রকার আদ্যলীলা দেখাইয়া কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং অবতারিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চিচ্ছক্তি-বৈভব—বৈকুণ্ঠাদি, মায়াশক্তি-বৈভব—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশক্তি-বৈভব—অনন্ত জীব, ইহাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণচৈতন্যই সকলকারণের কারণ, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, ইহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান, শক্তিত্রয়-জ্ঞান, বিলাসজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান, সকল ভক্তের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারমুখে গৌরবন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যের দয়া ভিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনকলা-পাথোজনি-ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদম্ ।
কর্ণানন্দি-কলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বা-মরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও নানা মতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে বন্দনা করি।

২। হে দয়াসমুদ্র চৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজ-শোভিত এবং হংস-চক্রবাক-ভ্রমররূপ সাধুভক্ত-সকলের বিহার-স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দজনক স্রোতের অস্ফুট মধুরধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃত-ভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণস্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক।

অনুভাষ্য

১। যদনুগ্রহাৎ (যস্য কৃপয়া) বালোঽপি (অনভিজ্ঞোঽর্ভ-কোঽপি) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (ঔলুক্যজিন-বুদ্ধ-জৈমিনি-পতঞ্জলি-গৌতম-কণাদ-কপিল-শঙ্কর-দত্তাত্রেয়-কথিত-মিথো-বিবদমান-নক্রমকর-প্রতিম-জড়স্বার্থ-সঙ্কুল-মতবাদপূর্ণং) সিদ্ধান্তসাগরং (বিচারসমুদ্রং) তরেৎ (তেষাং সঙ্কীর্ণমতবাদানি তৃণীকৃত্য অমলং কৃষ্ণচরণং জানাতি) [তং] শ্রীচৈতন্যপ্রভুং [অহং] বন্দে।

২। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলা-পাথোজনিভ্রাজিতা (কৃষ্ণস্য নামরূপগুণলীলাদীনাং উৎকীর্ত্তনম্ উচ্চৈর্ভাষণং গানং নর্ত্তনঞ্চ তদ্রূপাঃ কলাঃ তা এব পাথোজনীনি পদ্মানি তৈর্ভ্রাজিতা শোভিতা) সদ্ভক্তাবলিহংসচক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং (হংসচক্রবাক-ভ্রমরশ্রেণীভেদপ্রতিমানাং ভাবভেদা-বস্থিতানাং সদ্ভক্তাবলীনাং শুদ্ধভক্তবৃন্দানাং বিহারাস্পদং বিলাস-ক্ষেত্রং, যস্যাং লীলায়াং শুদ্ধভক্তবৃন্দানাং পরমামোদো ভবতীতি ভাবঃ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (কর্ণানন্দী ভক্তানাং কর্ণরসায়নঃ কলধ্বনিঃ হংসচক্রবাক-ভ্রমরোপম-হরিজনৈঃ গীত-হরিলীলা-প্রবাহাণামস্ফুটমধুরনিনাদঃ) [এবম্ভূতা] তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী (লসতী দীব্যতী গৌরলীলারূপামৃতময়ী স্বর্ধুনী স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী) মে (মম) জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে (গৌরলীলারসাস্বাদবঞ্চিতে রস-বর্জ্জিতে জিহ্বারূপে নীবৃতি) বহতু।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যা ; বস্তু-নির্দ্দেশ—

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ৪ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি—যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ—যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশিস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

অনুভাষ্য

৫। উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধান-সর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে,

তত্ত্ববস্তুবিচার ঃ—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৬ ॥
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্রবিবরণ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ ও চৈতন্যতত্ত্ব ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥ ৮ ॥
'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বিচার ঃ—

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬-৯। অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে প্রথমেই অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় চিহ্নিত করিবে। বেদাদিশাস্ত্রে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী বিষয়ের উক্তি থাকায় তাহা পরিজ্ঞাত তত্ত্ব ; সুতরাং তাহাকেই অনুবাদরূপে স্থির করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গপ্রভা যে ব্রহ্ম, অংশ যে পরমাত্মা ও স্বরূপ যে ভগবান্—একথা এখনও অপরিজ্ঞাত। অতএব এই তিনটী অনুবাদ সর্ব্বাগ্রে বলিয়া শাস্ত্রার্থ বিচারপূর্ব্বক বিধেয় স্থাপন করিবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া যাঁহার গান শুনা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। অতএব আমি কৃষ্ণ ও চৈতন্য একান্ত অভেদপূর্ব্বক বিচারস্থলে উক্তি করিব। সুতরাং সেই পরতত্ত্ব-বস্তুর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যে প্রকাশত্রয় কথিত আছে, সে-সকলই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া বলিতে পারি।

অনুভাষ্য

উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য যদ্৯ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং—তত্র, উপ উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি তত্র) যদ্ অদ্বৈতং (দ্বিতীয়রহিতং) ব্রহ্ম [অভিধীয়তে] তদপি অস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) তনুভা (অপ্রাকৃতদেহস্য কান্তিঃ) ; যঃ আত্মা (পরমাত্মা সর্ব্বজীবাদি-নিয়ন্তা) অন্তর্যামী পুরুষঃ সোঽস্য অংশ-বিভবঃ (ঐশ্বর্য্যস্যান্যতমঃ বিভুত্ববিশেষঃ) ; ইহ (অস্মিন্ তত্ত্ব-বিচারে) যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ (ষড়্ভিঃ সমগ্রৈশ্বর্য্যবীর্য্যযশঃশ্রীজ্ঞান-বৈরাগ্যৈঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ প্রভুত্বৈঃ) পূর্ণঃ (অপেক্ষাশূন্যঃ পরিপূর্ণঃ) সঃ অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ং ভগবান্ ; ইহ (জগতি তত্ত্ববিচারে কলৌ বা) চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ-চৈতন্যাৎ) পরং (অন্যৎ) পরতত্ত্বং (শ্রেষ্ঠাশ্রয়ঃ) ন (নাস্তীত্যর্থঃ)। [জ্ঞানশাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্রহ্মবস্তু, তথা যোগশাস্ত্রলক্ষ্যঃ পরমাত্মা ভগবতা সহ তত্ত্বসাম্যে-ঽপি অধিকারোচিত-দৃষ্টিভেদেন ভগবদ্বিগ্রহস্য চিৎ-প্রভাংশরূপ-পুটদ্বয়মাত্রম্, ন তু সম্পূর্ণ-সবিশেষ-শক্তিমৎ স্বয়ং বস্তু যথা ভগবান্]। এই শ্লোকটীর সঙ্গে শ্রীজীব-প্রভুকৃত তত্ত্বসন্দর্ভে ৮ম সংখ্যায় প্রদত্ত শ্লোকটী বিচার্য্য—"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরম-ব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং, স শ্রীকৃষ্ণো বিধাত্তং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদ-ভাজাম্।।"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সম্বিদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন-ফলে ব্রহ্মদর্শন এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবনফলে পরমাত্মদর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দলীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়ারহিত ব্রহ্ম এবং (তাঁহার) ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই পরমাত্মা।

১০। প্রভু শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৩য় সংখ্যা) —"তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্ব-রূপোঽসৌ ভগবান্। ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ। 'সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থ-দ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে।। বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততো-ঽব্যয়ঃ।। জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ।।' সংভর্ত্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ স্থাপকঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্ণঃ প্রাপকঃ। গময়িতা স্বলোক-প্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তিষু তত্তদ্গুণস্যোদ্-গময়িতা।" (৪র্থ সংখ্যা—) "স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাস-ময়ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্ত্তকাবস্থ-পরমাত্মাপর-পর্য্যায়-স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য স্বর্গস্থিত্যাদিহেতুর্ভবতি তদ্ভগবদ্রূপং বিদ্ধি। ** যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূত-জীব-প্রবেশেনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্।

অনুভাষ্য

প্রধানাদি-সর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিতয়ৈব চরন্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে, তৎপরমাত্মরূপং বিদ্ধি। জীবস্য আত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমত্বং ইত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে। যদেব তত্তত্ত্বং স্বপ্নাদৌ অন্বয়েন স্থিতং, যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং, চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়মবশিষ্টং তদ্‌ব্রহ্মরূপং বিদ্ধি।"

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ড-তত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশহেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড অসম্যক্ আবির্ভাবমাত্র। হে মুনে ভগবৎ-শব্দের আদ্যক্ষর ভ-কারের সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুই অর্থ ; গ-কারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। প্রাণিগণ অখিলাত্মা ভূতাত্মায় বাস করেন, আর সেই অব্যয়পুরুষও অশেষ প্রাণীতে বাস করেন, ইহাই ব-কারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ হেয়গুণসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ভগবৎ-শব্দবাচ্য। 'সংভর্ত্তা'-শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। 'ভর্ত্তা'-অর্থে ধারক ও স্থাপক, 'নেতা'-অর্থে নিজভক্তিফলের অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক। নিজলোক-প্রাপক 'গময়িতা'। 'স্রষ্টা'-শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্‌গুণের উদ্‌গমকারী। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিদ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তক-অবস্থা-বিশিষ্ট স্বাংশ-লক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু, সেই তত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব জানিবে। যে হেতুকর্ত্তা, জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সঞ্জীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণ-প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা, জীবাপেক্ষা যাহার পরমত্ব ; একারণে 'পরমাত্মা'-শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগিরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। যে তত্ত্ব স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত, যাহা সমাধিতে শুদ্ধা জীবশক্তি হইয়া অবস্থিত হইলেও পরে পরত্রও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

১১। শৌনকাদি ঋষিগণ শুকদেবের শিষ্য সূতকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। 'শাস্ত্রের সারতত্ত্ব কি?' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক,—

তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তৎ [এব] তত্ত্বম্ অদ্বয়ং জ্ঞানং (চিদেক-রূপং) বদন্তি। যৎ [অদ্বয়জ্ঞানং ক্বচিৎ] ব্রহ্ম ইতি, [ক্বচিৎ] পরমাত্মা ইতি, [ক্বচিৎ] ভগবান্ ইতি চ শব্দ্যতে (অভিধীয়তে ; অয়মর্থঃ—কেবলজ্ঞানবৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম, সচ্চিদ্‌বৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপঃ পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দবৃত্ত্যা তদদ্বয়জ্ঞানরূপো ভগবান্)।

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জানেন ; কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য-বুদ্ধি করিলে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়, উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণেতর অবিষ্ণুবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের অভাববশতঃ কৃষ্ণেতর বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান হইতে মায়া বা অজ্ঞানদ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িক বশযোগ্যতা লাভ করায় মায়া-বশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তিসকলে দ্বিতীয়জ্ঞান নাই, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মায়াধীশ। যোগিগণ অদ্বয়জ্ঞান-বিগ্রহ পরমাত্মার সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল যোগকেই দ্বিতীয়জ্ঞানরহিত অবস্থা জানেন। জ্ঞানিগণ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-কেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন। (ভাষ্যকারকৃত ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

(১) ব্রহ্ম-বিচার ঃ—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম-সুনির্ম্মল ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য

১২। মুণ্ডকোপনিষৎ, দ্বিতীয়মুণ্ডক, দ্বিতীয়খণ্ড ৯-১১ মন্ত্র—"হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ।। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতোশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।"*

** আত্মবিদ্‌গণ যে পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সুবর্ণ-জ্যোতিঃসম্পন্ন, আনন্দময় শ্রেষ্ঠকোশে তথা জীবের হৃদয়পদ্মে অবস্থানকারী, নির্গুণ, অখণ্ড, নির্দ্দোষ ও সকল জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিঃ। তাঁহাকে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির আর কি কথা? তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সূর্য্যাদি সকলেই দীপ্তিলাভ করে, তাঁহার প্রকাশেই এই সকল জগৎ প্রকাশিত হয়। এই যে সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে বিশ্ব বিস্তৃত রহিয়াছে, এ সমস্তই সেই অমৃতস্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্মাত্মক। অতএব ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠতম।*

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১৫ ॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি, তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৬।৪৭)—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ১৭ ॥

(২) পরমাত্ম-বিচার ঃ—

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ ১৮ ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। নির্ব্বিশেষ—যে লক্ষণদ্বারা কোন বস্তু পরিচিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে ; তদ্রহিতই নির্ব্বিশেষ।

১৪। কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ, বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১৪। শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীগোবিন্দের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য স্তবাকারে ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে,—

জগদণ্ডকোটি-কোটিষু (অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডেষু) অশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ (অনন্তব্রহ্মাণ্ডাদিভিরাকারাভির্বিভূতিভির্ভিন্নং লব্ধ-পার্থক্যং) [যৎ] নিষ্কলং (নিরংশম্ অখণ্ডং পরিপূর্ণং) অনন্তং (খণ্ডজ্ঞানাতীতং) অশেষভূতং (সীমারহিতং) তদ্ব্রহ্ম প্রভবতঃ (প্রভাব-বিশিষ্টস্য) যস্য (গোবিন্দস্য) প্রভা (অঙ্গকান্তিঃ) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি।

১৬। আমি—ব্রহ্মা।

১৭। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সত্বর অন্তর্দ্ধান হইবে জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনাকালে ভক্তগণের কৃষ্ণচরণ-লাভ সুলভ এবং ক্লেশপর-সন্ন্যাসিগণের পরিশ্রমলব্ধ-সাধনফলে কেবলমাত্র ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তি জানাইলেন।—

বাতবসনাঃ (দিগম্বরাঃ বসনহীনাঃ) শ্রমণাঃ (শরীরকর্ষণ-কারিণঃ ভিক্ষবঃ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শান্তাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠৈক-ধিয়ঃ) অমলাঃ (বিষয়মলবর্জ্জিতাঃ সন্ন্যাসিনঃ) তে ব্রহ্মাখ্যং (নির্ব্বিশেষরূপং) ধাম যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।

১৮। ভগবান্ চিদ্বিলাসময়-বিগ্রহ ; তিনি তুরীয় বিগ্রহ বলিয়া দেবীধামের কোন ব্যাপারেই স্বয়ং আসক্ত না হইয়া পুরুষাবতার-দ্বারা 'প্রধান' ও জীবের নিয়ন্তা। ত্রিবিধ পুরুষাবতারের তত্ত্ববোধ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসীসকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন।

১৯। অনন্ত স্ফটিক-খণ্ডে এক সূর্য্য প্রতিভাত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত সংখ্যক জীবে গোবিন্দের অংশ যে পরমাত্মা তিনি প্রকাশ পান।

২০। হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

অনুভাষ্য

হইলেই জীব চতুর্ব্বিংশ মায়িক-তত্ত্বোপলব্ধি হইতে মুক্ত হন। প্রতি জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামিরূপে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী অন্তর্যামী মহাবিষ্ণু পুরুষাবতারত্রয় দেবীধামের সৃষ্টির কর্ত্তাস্বরূপ আংশিক কার্য্যের নিয়ন্তা। চতুর্ব্বিংশ মায়িকতত্ত্ব অতিক্রম উদ্দেশে পরমাত্মার সহযোগবিধান যোগ-শাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা, গোবিন্দের অংশ-বিভূতিমাত্র।

১৯। একমাত্র সূর্য্য যে-প্রকার নিজস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অনন্ত স্ফটিকখণ্ডে অনন্তমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, সেইপ্রকার একমাত্র শ্রীগোবিন্দ গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যপ্রকট থাকিয়া অনন্তজীব-হৃদয়ে জীবের সেব্যপুরুষ অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হন। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে একবৃক্ষে সেব্যসেবক-ভাবে অবস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ পক্ষিদ্বয়ের উল্লেখ আছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে কর্ম্মফল ভোগ করান, কিন্তু তাদৃশ ফল-ভোক্তা হন না। যে-কালে জীব কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া সেব্য-পরমাত্মার মহিমা জানিতে পারেন, তখন নিরঞ্জন হইয়া পরম সমতা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৯।৪২)—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ ।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ২১ ॥

(৩) ভগবদ্বিচার ঃ—

সেইত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি ।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ ২২ ॥

পরব্যোমপতি নারায়ণই
সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত ঃ—

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ২৩ ॥
বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম ।
'পূর্ণতত্ত্ব' যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। ভীষ্ম কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি দেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্ তত্ত্বরূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার আত্মকল্পিত হয় অর্থাৎ তোমার দাসরূপে আপনাদিগকে জানে, তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত-ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম।

২২। এইস্থলে সাক্ষাৎ-শব্দ প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং গোবিন্দ অর্থাৎ গোবিন্দের প্রকাশ বা বিলাস নন।

অনুভাষ্য

২০। ভগবান্ অর্জ্জুনকে নানাপ্রকারে নিজ সম্বন্ধতত্ত্ব বুঝাইয়া তাহার সংক্ষেপার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—

অথবা হে অর্জ্জুন, বহুনা (বাহুল্যেন পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন) জ্ঞাতেন কিং [তব প্রয়োজনম্—অলমিত্যর্থঃ]। ইদং (চিদচিদাত্মকং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (প্রকৃত্যাদ্যন্তর্যামিনা পুরুষাখ্যেন অংশেন) বিষ্টভ্য (অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য) অহং (ভগবান্) স্থিতঃ।

২১। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-বাসনায় যাত্রা করিলে অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগমন করেন। অন্যান্য দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ ভীষ্মের দর্শনজন্য তথায় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠিরের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিবার পর ভীষ্মের নির্য্যাণকাল উপস্থিত হইলে তিনি সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে অনেকগুলি শ্লোকে স্তব করেন ; তন্মধ্যে ইহা একটী—

[নানাদেশাবস্থিতানাং প্রাণিনাং] প্রতিদৃশং (অবলোকনং প্রতি) [যথা] একং অর্কং ইব নৈকধা (অধিষ্ঠানভেদাৎ অনেকধা দৃষ্টং) [তথা] আত্মকল্পিতানাং (আত্মনা স্বয়মেব কল্পিতানাং) শরীরভাজাং হৃদি হৃদি (প্রতিহৃদয়ং) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিতং) তম্ ইমং অজং (শ্রীকৃষ্ণং) বিধূতভেদমোহঃ (বিধূতো দূরীকৃতো ভেদরূপো মোহঃ ভগবতঃ নামরূপগুণলীলাভেদরূপঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য প্রকাশ-বিলাসমূর্ত্তিভেদেন ব্যাপকত্ব-সম্ভাবনাজনিত-নানাত্বপ্রতীতিলক্ষণঃ মোহঃ যস্য তথাভূতঃ) অহং সমধিগতঃ (সম্যগধিগতঃ প্রাপ্তঃ অস্মি)।

২২। চৈতন্যোপনিষদি—"গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।" শ্বেতাশ্বতরে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।" "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।" "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ভাগবতে—"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ" ইতি। "ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তশ্ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।" ইতি প্রহ্লাদবচনম্। এখানে চরিতামৃতে উদ্ধৃত প্রমাণাবলীর উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণযামলে—"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" ব্রহ্মযামলে—"অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্। মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে।।" বায়ুপুরাণে—"কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" অনন্ত-সংহিতায়—"য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ। সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি।।" ইত্যাদি।

২৪। ঋক্‌সংহিতায় (১।২২।২০) "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাদি। (ভাঃ ১১।৩। ৩৪-৩৫) "নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ।। স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন, সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।।" নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে —"নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে নারায়ণে

দ্রষ্টাভেদে দর্শনভেদ এবং উপায়ভেদে উপেয়-প্রতীতিভেদ ঃ—

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২৫ ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ২৬ ॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥ ২৭ ॥

(ক) কৃষ্ণ ও নারায়ণের অভেদত্ব সত্ত্বেও লীলাগতভেদ ঃ—

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার বিভেদ ॥ ২৮ ॥
ইহোঁ ত' দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫-২৬। ভগবানের যে নিত্যবিগ্রহ, তাহা জড়েন্দ্রিয় বা জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিযোগে অর্থাৎ ভক্তিবৃত্তিদ্বারা ভক্তগণই কেবল তাহা দর্শন করিতে যোগ্য হন। উদাহরণ-স্থল এই যে, সূর্য্য বিগ্রহবিশিষ্ট বস্তু। সামান্য চর্ম্মচক্ষে বা আসুরিক চক্ষে সে বিগ্রহের দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্যচক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল ভেদ করত তাহা দর্শন করে। যে মানবগণ জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে তাঁহার অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা নিত্য-বিগ্রহের রশ্মিজালরূপ ব্রহ্ম ও অংশরূপ পরমাত্মাকেই অনুসরণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ দেখিতে যোগ্য হন না।

অনুভাষ্য

প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।" নারায়ণোপনিষদে—"যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতা।" হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে—"পরমাত্মা হরির্দেবঃ।"*

৩০। ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তন্মধ্যে ইহা একটী শ্লোক,—

হে অধীশ (পুরুষাবতারত্রয়াদধিকৈশ্বর্য্যসম্পন্ন), ন হি [কিং] ত্বং নারায়ণঃ (নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ সঃ) ; সর্ব্বদেহিনাং

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

শিশু বৎস হরি' ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ৩১ ॥

মূল নারায়ণত্বহেতু কৃষ্ণে সর্ব্বপুরুষাবতারত্ব অন্তর্ভুক্ত ঃ—

"তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা, আমি তোমার তনয় ॥ ৩২ ॥
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম, মোরে করহ প্রসাদ ॥" ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০। হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল-শব্দে নার, তাহাতে যাঁহার অয়ন, তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ মায়াতীত পরমসত্য।

অনুভাষ্য

(সর্ব্বপ্রাণিনাম্) আত্মা ত্বং নারায়ণঃ (নারং জীবসমূহঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদকস্থঃ) অসি (ভবসি) ; অখিললোক-সাক্ষী (সমষ্ট্যন্তর্যামী) ত্বং নারায়ণঃ (নারং অয়সে জানাসি দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ গর্ভোদকস্থঃ) অসি ; নরভূ-জলায়নাৎ (নরাৎ পরমাত্মনঃ উদ্ভূতাঃ যে অর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি, তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ আদি-পুরুষাবতারঃ কারণোদকস্থঃ) নারায়ণঃ সঃ অপি তব অঙ্গং (অংশঃ)। তচ্চ অপি সত্যম্ [এব], ন তু মায়া (ন মায়িকবদ-নিত্যম্)। [অবতারেঽপি ত্বয়ি তব চিন্ময়কলেবরস্য স্পর্শনে মায়া অসমর্থা। হে কৃষ্ণ, ত্বং মূলনারায়ণঃ, পুরুষাদ্যবতারাস্তে অংশা, ত্বমেব অংশীতি। তেঽবতারা অঙ্গাঃ, ত্বমেবাঙ্গীতি মে মতিঃ]।

ঋক্‌সংহিতা—আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে চক্ষু যেরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ সেই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ সদা প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত—মহারাজ নিমির প্রশ্ন,—'হে মুনিগণ! আপনারা যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, সেহেতু নারায়ণ-শব্দ-অভিহিত বস্তু, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্বরূপ আমাদের নিকট বর্ণনে সমর্থ।' ঋষি পিপ্পলায়ন-কৃত উত্তর,—'হে রাজন্! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, কিন্তু স্বয়ং হেতুরহিত, তিনি নারায়ণ ; যিনি স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তি ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় সর্ব্বত্র সৎরূপে অনুবর্ত্তমান, তিনি ব্রহ্ম ; দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয় যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনি পরমাত্মা-রূপে জ্ঞাতব্য।' অথর্ব্ববেদীয় শ্রীনারায়ণোপনিষদ—শ্রীনারায়ণ হইতেই সকল কিছু সমুদ্ভূত হয়, তাঁহা হইতেই প্রবর্ত্তিত (পরিচালিত) হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। অতএব নারায়ণ নিত্য। এই সমগ্র বিশ্ব—যাহা হইয়াছে ও হইবে, তাহা সমস্তই নারায়ণাত্মক। বিশুদ্ধসত্ত্বময় দেবতা নারায়ণই এক বা অদ্বিতীয়—অপর কেহ দ্বিতীয় নাই।

কৃষ্ণ কহেন—"ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥" ৩৪ ॥

প্রথম প্রমাণ ঃ—

ব্রহ্মা বলেন,—"তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ—শুন তাহার কারণ ॥ ৩৫ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥
'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ৩৮ ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩৯ ॥

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ—

জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৪০ ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্ব পিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥ ৪১ ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪২ ॥

তৃতীয় প্রমাণ ঃ—

তৃতীয় কারণ শুন, শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥
ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬-৩৭। প্রাকৃত সৃষ্টি মায়া প্রকৃতির অন্তর্গত। "ভূমি-রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। অপরেয়ং" ইতি—এই গীতা (৭।৪-৫) বাক্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ লিঙ্গজগৎ ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূতরূপ সকলই মায়িক অথবা প্রাকৃত। শুদ্ধজীব ও চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত। সেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগদ্দ্বয়ে বদ্ধ ও শুদ্ধ উভয়প্রকার জীবের তুমি আত্মা, অতএব মূলস্বরূপ। ঘটসমূহের পৃথিবী যেমত কারণ ও আশ্রয়, তদ্রূপ জীবের তুমি একমাত্র নিদান অর্থাৎ কারণ এবং আশ্রয়।

৪০। পুরুষাদি অবতার—কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই তিন পুরুষাবতার।

অনুভাষ্য

৩৬। প্রকৃতি হইতে গুণদ্বারা উৎপন্ন যে-সব বিভিন্ন বস্তু, সে-সকলই প্রাকৃত। গুণদ্বারা ক্ষোভের অযোগ্য যে-সকল নিত্য চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা বর্ত্তমান, উহাই অপ্রাকৃত সৃষ্টি। অপ্রাকৃত-প্রকাশের অন্তর্গত মুক্তজীবকুল কৃষ্ণসেবাপর। কালের অধীন ত্রিগুণান্তর্গত বদ্ধজীব প্রাকৃত-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। অপ্রাকৃত-প্রকাশ মুক্তজীব নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-নিরত, প্রাকৃত জীব সর্ব্বদা সুখদুঃখ-ভোগাধীন। সঙ্কর্ষণই মুক্ত এবং বদ্ধজীবের মূলস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার তটস্থশক্তি হইতে বিবিধ জীব সেবোন্মুখ ও সেবাবিমুখ অবস্থায় নানারূপে অবস্থিত। মুক্ত হইয়া জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে পাঁচপ্রকার বিভিন্নরসে আশ্রয়াধীন হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত। আবার, ভোগময় রাজ্যে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া আপনাকে বিষয়ী বলিয়া অভিমান করিয়া অপর বস্তুতে যোষিদ্বুদ্ধি করে। এই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। ইথে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়ে এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি-ধামে। সাক্ষী—বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল কর্ম্মের তুমি একমাত্র দ্রষ্টা।

অনুভাষ্য

উভয়বিধ তটস্থশক্তি-পরিণামপ্রকাশ জীব শক্তিমৎ-তত্ত্বের আশ্রিত।

৩৭। যেরূপ ব্যাপক মৃত্তিকা ব্যাপ্য বিবিধ ঘটের উপাদান-কারণ, তদ্রূপ অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তু হইতে নিখিল জীবকুল ঘটের ন্যায় নিত্যপ্রকটিত। জীবের কারণরূপে সেই সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" —এই শ্রুতি পরতত্ত্বকেই সকল বস্তুর আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশ করে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তপ্রতিপাদ্য-নিরূপণে বলেন যে, যেরূপ সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের দেহী জীব ত্রিবিধ অবস্থানে পরিদৃষ্ট, তদ্রূপ ভগবৎস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্রভাবে চিৎ ও অচিৎ জগৎ—দ্বিবিধ অবস্থানে প্রকাশিত হইয়া তাঁহারই অদ্বয়বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতেছ। চিজ্জগৎ ভগবৎপরিকরে পূর্ণ, আর অচিজ্জগৎ ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবের ভোগ্যভূমি। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি পরিকরবৈশিষ্ট্যের কারণ ; ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি প্রাকৃত-গুণজাত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাকৃত জগৎ ভগবানের স্থূল বাহ্যাঙ্গ, আর জীবজগৎ ভগবানের সূক্ষ্মাঙ্গ। ভগবান্ এই উভয়বিধ অঙ্গের অঙ্গী। গৌড়ীয়-দর্শন স্বরূপশক্তিমত্তত্ত্ব, চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগদ্দ্বয়ের যুগপৎ কারণ-কার্য্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্থাপন করিয়াছে।

নারের অয়ন যাতে কর দরশন ।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥" ৪৬ ॥
কৃষ্ণ কহেন—"ব্রহ্মা, তোমার না বুঝি বচন ।
জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥" ৪৭ ॥
ব্রহ্মা কহে—"জলে, জীবে যেই নারায়ণ ।
সে-সব তোমার অংশ—এ সত্য বচন ॥ ৪৮ ॥

পুরুষাবতারত্রয়ের লক্ষণ ঃ—

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী ।
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪৯ ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী ।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ-নামী ॥ ৫০ ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী ।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৫১ ॥
এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৫।১৬ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায়—

বিরাড়্হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ ।
ঈশস্য যৎত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৫৩ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার ।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার ॥ ৫৪ ॥

প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চাতীত থাকাই ভগবত্তা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১।১১।৩৯)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৫৫ ॥

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয় ।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। যাতে অর্থাৎ যেহেতু জীবের দ্রষ্টা, অতএব নারের অয়নরূপ নারায়ণ। ব্রহ্মা তিনটী যুক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে মূলনারায়ণ স্থির করিতেছেন। ১ম—সর্ব্বজীবের নিদান ও আশ্রয়প্রযুক্ত কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ২য়—সর্ব্বজীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, সমষ্টিজীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী আত্মা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষের ও তদবতারদিগের মূল শক্তিদাতারূপ নারের অয়ন হইয়া কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ৩য়—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদিতে বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবসমূহের ত্রিকালিক কর্ম্মের সাক্ষিরূপ নারের অয়ন বলিয়া কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ।

৪৭। জীব-হৃদি—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের অন্তরে। জলে—কারণাব্ধিতে, গর্ভোদকে ও ক্ষীরোদকে।

৪৯। তাতে সব মায়ী—মায়াদ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই তিন পুরুষ মায়ী অর্থাৎ মায়া-সম্বন্ধে অধীশ্বর।

৫০। যে পুরুষ নামী—যাঁহাদের নাম 'পুরুষ'।

৫১-৫২। হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টিজীব ; তদন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামী পুরুষ—ক্ষীরোদকশায়ী। এই তিন পুরুষের অতীত পুরুষ তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ—নিতান্ত মায়াগন্ধশূন্য।

৫৩। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এইসকল মায়াসম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)।

৫৪। হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি ও ব্যষ্টি-জীব মায়াবশ। উক্ত তিন পুরুষের মায়া লইয়া ব্যবহার থাকিলেও তাঁহারা মায়া-পার। তাঁহারা মায়াধীশ-তত্ত্ব, মায়াতে ঈক্ষণ করেন, কিন্তু মায়া সংস্পর্শ করেন না।

৫৫। প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

অনুভাষ্য

৫৩। শ্রীধরস্বামী স্ব-টীকায় 'তুরীয়' ব্যাখ্যা করিতে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন,—

বিরাট্ (স্থূলং) হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মং) কারণং (অবিদ্যা, প্রকৃতির্বা) ইতি [এতে] ঈশস্য (মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষাবতারস্য) উপাধয়ঃ (প্রকাশবিশেষাঃ)। যৎ ত্রিভিঃ (এতৈঃ উপাধিভিঃ) হীনং (তৎসম্বন্ধবর্জ্জিতং) তৎ (পদং) তুরীয়ং (চতুর্থং, পুরুষত্রয়াতীতং বৈকুণ্ঠং) প্রচক্ষতে।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগরীতে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহিষীগণের সহিত কালযাপন-প্রসঙ্গে তাঁহার মায়াগন্ধ-শূন্য ব্যবহারে শ্রীসূতকর্ত্তৃক এতাদৃশ উল্লেখ,—

তদাশ্রয়া (শ্রীভগবদাশ্রয়া) [পরমভাগবতানাং] বুদ্ধিঃ যথা [প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতা'পি] ন যুজ্যতে তথা, (যদ্বা, ব্যতিরেকেণ) তদাশ্রয়া (প্রকৃত্যাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ (জীবজ্ঞানং) যথা যুজ্যতে তথা ন। প্রকৃতিস্থোঽপি (ত্রিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি) সদা আত্মস্থৈঃ গুণৈঃ ন যুজ্যতে (প্রাকৃতগুণেষ্বাসক্তো ন ভবতি)—এতৎ [এব] ঈশস্য (সমর্থস্য মায়াতীতস্য ভগবতঃ) ঈশনং (ঐশ্বর্য্যম্)।

৫৬। সেই তিনজনের অর্থাৎ ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর তুমি পরমাশ্রয়। তোমার

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ ॥" ৫৭ ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহো কৃষ্ণের প্রকাশ—এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৫৮ ॥
এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার।
পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণকে অংশী নারায়ণের অংশরূপে স্থাপন-খণ্ডন ঃ—

অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ-অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার ॥ ৬১ ॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। অংশী—যাঁহার অংশ, তিনি অংশী। পরব্যোম-নারায়ণ—পুরুষাবতারদিগের অংশী। তিনি তোমার বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ।

৫৯। পরিভাষা—সূত্র। সর্ব্বত্রাধিকার—ভাগবতের সর্ব্বত্র এই লক্ষণ পাইবে।

৬০-৬২। বিহার—প্রকাশরূপ বিহার। মূর্খগণ এরূপ অর্থ না বুঝিয়া অন্যান্য অর্থ করেন, যথা—"অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার।" এইরূপ সিদ্ধান্তসকল পূর্ব্বপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইলে ভাগবত-পদ্য তাহাকে নির্জ্জিত করিতে বিশেষ দক্ষ।

অনুভাষ্য

বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—মূল। সঙ্কর্ষণ হইতে কারণজলে আদিপুরুষাবতার মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, প্রদ্যুম্ন হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী এবং অনিরুদ্ধ হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী প্রকাশ পাইয়া নারায়ণেরই আশ্রিত।

(খ) কৃষ্ণ ও নারায়ণের ভেদবিচার-খণ্ডন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৬৩ ॥

শুন ভাই, এ শ্লোকার্থ করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৬৪ ॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৬৫ ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণের অবতারত্ব বা অংশত্ব-খণ্ডন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। এই পদ্যে অদ্বয়জ্ঞান-শব্দ কৃষ্ণস্বরূপস্থলীয় মূল-তত্ত্ববস্তু।

৬৭। রাম-নৃসিংহাদি, পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

অনুভাষ্য

৫৯। এই শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত ৩০শ সংখ্যাধৃত "নারায়ণস্ত্বং" শ্লোক।

৬৩। আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭। শ্রীকৃষ্ণের অবতারসমূহ গণনা করিয়া অবশেষে শ্রীসূত এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন,—

এতে (পূর্ব্বকথিতাঃ অবতারাদয়ঃ) পুংসঃ (পুরুষাবতারস্য) অংশঃ, কলাশ্চ (অংশস্য অংশাঃ)। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্। [তে অংশাবতারাঃ] ইন্দ্রারিব্যাকুলং (অসুরোপদ্রুতং) লোকং (বিশ্বং) যুগে যগে (প্রতিযুগং যথাকালে) মৃড়য়ন্তি (সুখিনং কুর্ব্বন্তি)।

অমৃতানুকণা—৫৯। 'নারায়ণস্ত্বং' (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—শ্রীব্রহ্মার মুখোদ্‌গীর্ণ এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎতত্ত্ব-প্রতিপাদক সকল শ্লোকমধ্যে সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য 'পরিভাষা'-রূপে ইহার মর্য্যাদা। "পরিভাষা হ্যেকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভিপ্রকাশয়তি যথা বেশ্মপ্রদীপ ইতি" (ভাঃ ১০।৮।৪৫ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা)—অর্থাৎ, গৃহের এক-স্থানে থাকিয়া প্রদীপ সমস্ত গৃহকে যেরূপ আলোকিত করে, তদ্রূপ শাস্ত্রের একদেশে অবস্থিত হইয়া যাহা সকল শাস্ত্রকে প্রকাশিত করে, তাহাকে 'পরিভাষা' বলে। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা-কথিত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই মূল-নারায়ণ এবং পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ তাঁহার অংশ-বিশেষ-রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ব্রহ্মাকে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানমূলক বেদসংজ্ঞিতা বাণী কল্পারম্ভে বলিয়াছিলেন,—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।" (ভাঃ ১১।১৪।৩)। তজ্জন্য ব্রহ্মবাক্যের প্রামাণিকতা সর্ব্বোপরি। সেইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে কোনস্থলে (ভাঃ ১০।২।৯, ১০।৪৩।২৩ প্রভৃতি) বা অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশরূপে যে কখনও আপাত-দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রমাণ-শিরোমণিরূপ উক্ত ব্রহ্ম-বাক্যকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্র অধিকার হওয়ায় তত্তৎস্থানে ইহারই অনুকূল অর্থদ্বারা সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

সব অবতারের করি সামান্য-লক্ষণ ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৬৮ ॥
তবে সূত-গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয় ।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥
অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥ ৭০ ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে,—তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান ।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ৭১ ॥
তেঁহ আসি' কৃষ্ণরূপে করেন অবতার ।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি—কি আর বিচার ॥ ৭২ ॥

(গ) আলঙ্কারিক-বিচারে কৃষ্ণের নারায়ণাংশত্ব খণ্ডন ঃ—

তারে কহে, কেনে কর কুতর্কানুমান ।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৭৩ ॥

একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্কে ধৃত আলঙ্কারিক ন্যায় ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়ের প্রয়োগ-বিধি ঃ—

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাদ্ বিধেয় ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়ের সংজ্ঞা ঃ—

'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত ।
'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৭৬ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

যৈছে কহি,—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত ।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥ ৭৭ ॥
বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়-বিচারে "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোক বা কৃষ্ণের অবতারিত্ব-ব্যাখ্যা ঃ—

তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত ।
কার অবতার ?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥
'এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮০ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত ।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৮১ ॥
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ ।
'স্বয়ং-ভগবত্তা' পিছে বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য ।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৮৩ ॥

সূত-বাক্যের বিরোধ সম্ভাবনা ঃ—

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৮৪ ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্ ।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা' ব্যাখ্যান ॥ ৮৫ ॥

দোষ-চতুষ্টয়-রাহিত্যই মুক্তবাক্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব ঃ—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। আলঙ্কারিক-বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে। 'এই বিপ্র পণ্ডিত' এই উক্তিতে 'এই ব্যক্তি বিপ্র' ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা অনুবাদ। 'বিপ্র যে পণ্ডিত' ইহা সকলে জানে না, অতএব তাহা বিধেয়। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন, তাঁহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না।

অনুভাষ্য

৭৪। অনুবাদং (উদ্দেশ্যং, জ্ঞাতং বস্তু) অনুক্ত্বা (ন কথয়িত্বা) বিধেয়ং (অজ্ঞাতং বস্তু) ন উদীরয়েৎ (ন কথয়েৎ)। হি অলব্ধাস্পদং (ন লব্ধং প্রাপ্তং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং) কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ [অপি] ন প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং ন লভতে)।

৮৬। ভ্রম—যে বস্তু যাহা নহে, তৎসম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান ; যথা —রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম। প্রমাদ—অনবধানতা,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯। ইঁহ—ইনি। "তাঁহার অবতারসকল" পরিজ্ঞাত বিষয়। ঐ অবতারসকল যাঁহার অবতার, সেই বস্তু এখন অবিজ্ঞাত।

৮০-৮৬। "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোকে 'এতে'-শব্দে অবতারগণ তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ, তাহাই পূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধেয়-সংবাদরূপে পরে বলা হইল। ঐ পদ্যে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে জানা গেল। কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয়-সংবাদ উপস্থিত হইল। এইজন্যই কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ কহিয়া, কৃষ্ণ যে 'স্বয়ং ভগবান্' ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্—ইহাই এস্থলের সাধ্য সংবাদ অর্থাৎ বিচারদ্বারা ইহা সাধিত হইবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই কথায় 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' এই অর্থ বাধ্য হইল অর্থাৎ এই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ অংশ হইতেন, তাহা

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৮৭ ॥

'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৮৮ ॥

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত ঃ—

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৮৯ ॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥ ৯০ ॥

(ঘ) পুরাণ-লক্ষণ বিচারেও নারায়ণের পরিবর্তে
কৃষ্ণের মূলাশ্রয়ত্ব ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (২।১০।১-২)—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা-নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" এইরূপ বিপরীত অর্থ হইত ; কিন্তু আর্ষ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞ-বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ না থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' লিখিয়াছেন। ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান; প্রমাদ—অনবধানতা ; বিপ্রলিপ্সা—চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপ ; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা।

অনুভাষ্য

এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা বা বলা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ; যথা—চক্ষুর দূরদর্শন-রাহিত্য, ক্ষুদ্রবস্তুদর্শন-রাহিত্য, কামলাদি-রোগে বর্ণ (রূপ)-জ্ঞানের বিপর্য্যয়, (কর্ণের) সুদূরস্থিত শব্দশ্রবণে অক্ষমতা।

৮৭। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—বিধেয়াংশ অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তু যে-স্থলে প্রধানভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তথায় অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়। ইহার সংজ্ঞান্তর 'বিধেয়াবিমর্শ'।

৮৯। ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ৪৬ শ্লোক—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য, দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই দীপসদৃশ আলোকময় ও মূল-নারায়ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহা হইলেও তাঁহারা মূল দীপ হইতেই প্রকাশমান। বিষ্ণুতত্ত্ব যেরূপ গোবিন্দের সহ জ্যোতিরূপত্বাংশে সম, বিরিঞ্চি বা শম্ভুতত্ত্ব গুণাবতার হইলেও তাদৃশ নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—"শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জল-ময়সূক্ষ্মদীপ-শিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যম্।"—(অর্থাৎ শ্রীশম্ভু তমোগুণের অধিষ্ঠান বলিয়া তিনি বিষ্ণুরূপ দীপের কজ্জলময় সূক্ষ্ম শিখা-স্থানীয়, উক্ত দীপ-সাম্য নহেন।)

৯১। বৈরাজ পুরুষ হইতে কি-প্রকার রাজস-সৃষ্টিসমূহ উদিত হইয়াছে, পরীক্ষিতের এই প্রশ্নোত্তরে শুকদেব চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যার আদিতে এই শ্লোক বলেন,—

অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ (ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম), বিসর্গঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশদোষ,—অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় অগ্রে বলিলে ঐ দোষ হয়। অবিমৃষ্ট—অবিচারিত।

৯১-৯২। এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্ব যে আশ্রয়—তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ কোনস্থলে স্তুতি ও আখ্যানচ্ছলে এবং কোনস্থলে সাক্ষাৎ বিচারদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

(ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যং), স্থানং (ভগবতঃ বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্ত-ন্মর্য্যাদাপালনেন উৎকর্ষঃ স্থিতিঃ), পোষণং (স্বভক্তেষু তস্য অনুগ্রহঃ), ঊতয়ঃ (কর্ম্মবাসনাঃ), মন্বন্তরেশানুকথাঃ (মন্বন্তরাণি সাত্ত্বিকধর্ম্মাণি, ঈশানুকথাঃ হরেঃ অবতারকথাঃ), নিরোধঃ (অস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ) মুক্তিঃ (শুদ্ধাবস্থিতিঃ), আশ্রয়ঃ (জন্মস্থিতিলয়কারণং পরব্রহ্ম পরমাত্মা) [ইতি দশ অর্থাঃ]।

ক। সর্গ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয়, মন, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার—এ সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি।

খ। বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি।

গ। স্থিতি—ভগবানের বিজয়—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কারী শিব হইতে উৎকর্ষ।

ঘ। পোষণ—নিজ ভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

ঙ। ঊতি—কর্ম্মবাসনা।

চ। মন্বন্তর—সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।

ছ। ঈশকথা—হরির অবতারকথা ও ভাগবতদিগের কথা।

জ। নিরোধ—হরির যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধি-শক্তিসহ শয়ন।

ঝ। মুক্তি—স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্ষদরূপে অবস্থিতি।

ঞ। আশ্রয়—যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৯৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।১ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায়—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণজ্ঞানের মূলকথা ঃ—
কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয় জ্ঞান ।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

৯২। মহাত্মানঃ (বিদুরাদয়ঃ) ইহ (শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণে) দশমস্য (আশ্রয়স্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) নবানাং লক্ষণং (স্বরূপং) শ্রুতেন (তদ্বাচকশব্দেন) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) অর্থেন (তাৎপর্য্যেণ) বর্ণয়ন্তি।

৯৫। দশমে (শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে) আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (আশ্রিতানাং প্রপন্নানাং আশ্রয়বিগ্রহং) দশমম্ (আশ্রয়তত্ত্বং) লক্ষ্যম্। তৎ পরং ধাম (শ্রেষ্ঠাশ্রয়ং) জগদ্ধাম (সর্ব্বাশ্রয়ং) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং নমামি।

৯৬। শ্রীজীবপ্রভু ভগবৎসন্দর্ভে (১৬ সংখ্যা)—"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে—সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া সূর্য্যতন্মণ্ডলস্থানীয়-পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে, তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্মশুদ্ধ-জীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়-তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্ম-প্রধান-রূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থ-শক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং বিষ্ণুপুরাণে গণিতম্। অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে। যয়ৈব অচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতা-নির্ব্বিকারতাদি-গুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। অত্রান্তরঙ্গত্ব-তটস্থত্ব-বহিরঙ্গত্বাদিনাং তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং, ন তু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বম্। ততস্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্তে।"

সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক, মানবজ্ঞানাতীত শক্তি-বলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চারিপ্রকারে অবস্থিত—সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি—এই চারিরূপ। দুর্ঘট-ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব। শক্তিও ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। (তন্মধ্যে) অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিপ্রভাবে পূর্ণ-স্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ-গোলোক প্রভৃতি স্বরূপ-বৈভব ; তটস্থাশক্তিপ্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময়শুদ্ধ-জীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধান রূপ—এই চারিপ্রকার। অতএব তদাত্মক বলিয়া জীবের তটস্থ-শক্তিত্ব এবং প্রধানের মায়ার অন্তর্ভুক্তত্ব জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-পুরাণে তিনটী শক্তির গণনা দেখা যায়। যাহার অবিদ্যা কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার সংজ্ঞাই মায়া। যদিও এই শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা হইলেও তটস্থ-শক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার ক্ষমতা এই শক্তিতেই ন্যস্ত আছে। মায়াকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া জীব লঘু ও গুরু তারতম্যে স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। চিদ্রূপত্ব ও বিকাররাহিত্যাদি গুণরহিত প্রধানের জড়ত্ব ও বিকার-বিশিষ্টতা সেই অচিন্ত্য-মায়াদ্বারাই ঘটে—জানিতে হইবে। একাত্মক অন্তরঙ্গ, তটস্থ ও বহিরঙ্গ শক্তিত্বে সাম্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সদৃশ নহে—তত্তৎস্থানীয়ত্ব উদ্দেশে কথিত, তত্তদ্রূপত্বে নহে ; সুতরাং তটস্থত্বে বহিরঙ্গত্বে যে দোষসমূহ অবস্থিত, তাহা অন্তরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই। আবার বহিরঙ্গত্বের দোষ তটস্থত্বে, তটস্থত্বের দোষ বহিরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য এই যে, জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিত-তত্ত্ব। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব, সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিৎ গৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশস্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয়-তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

৯৬। শক্তিত্রয়—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

কৃষ্ণের ছয়প্রকার বিলাস ; (১) দ্বিবিধ প্রকাশ ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্বিধ বিলাস ।
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥

(২) দ্বিবিধাবতার, (৩) দ্বিবিধ বয়োধর্ম্ম ঃ—

অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার ।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার ॥ ৯৮ ॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি' ॥ ৯৯ ॥

বিলাসে লীলাভেদ হইলেও তত্ত্বতঃ অভেদ ঃ—

এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ।
অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ১০০ ॥

চিচ্ছক্তি ও তদ্বৈভব ঃ—

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম ।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১০১ ॥

মায়াশক্তি ও তদ্বৈভব ঃ—

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ১০২ ॥

জীবশক্তি ঃ—

জীবশক্তি তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত ।
মুখ্য তিনশক্তি, তার বিভেদ অনন্ত ॥ ১০৩ ॥

স্বরূপ ও শক্তিবর্গের অবস্থান ঃ—

এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি ।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ১০৪ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয় ।
সেহ পুরুষাদি-সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণের পরিচয় ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১০৭ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে ।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। প্রাভব ও বৈভব—যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময়মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। শক্তির তারতম্যে প্রভুতার প্রাবল্যে 'প্রাভব' ও বিভুতার প্রাবল্যে 'বৈভব'-সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুইপ্রকার—একপ্রকার প্রাভব চিরকালস্থায়ী নয় ; তাহার উদাহরণ—মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অব তার ; ইঁহারা যুগানুগত। দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তির অতিশয় বিস্তার হয় না ; তাঁহার উদাহরণ—ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু—এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাদি বৈভবাবতার।

৯৮। অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ-অবতার অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইঁহারাও প্রাভব-বৈভবের মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণাবতারদিগেরও সেই অবস্থা।

৯৯। নিত্যকিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড-বয়সে দ্বিবিধ লীলা। অতএব কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী।

৯৭-১০০। কৃষ্ণের স্বরূপের ছয়প্রকার বিলাস—প্রাভব ও বৈভবরূপে দুইপ্রকার প্রকাশ ; অংশ ও শক্ত্যাবেশরূপে দুইপ্রকার অবতার ; বাল্য ও পৌগণ্ডরূপে দুইপ্রকার ধর্ম্ম—এই ছয়প্রকার। কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ এই ছয়প্রকার স্বরূপবিলাসে বিশ্ব ভরিয়া লীলা করিয়াছেন। ইহাতে এই ছয়রূপের অনন্ত বিভেদ ; অনন্ত হইয়াও কৃষ্ণ এক অখণ্ডতত্ত্ব।

১০১-১০৩। চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি; তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভবানন্ত-প্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত অনন্ত জীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব।

১০৭। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

১০৮। চালাইতে—বৃথা উদ্বেগ দিবার জন্য।

অনুভাষ্য

১০৩। শ্বেতাশ্বতরে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮ম মন্ত্র—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্যশক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"✶

১০৭। কৃষ্ণঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) পরমঃ ঈশ্বরঃ (বলদেব-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-কারণগর্ভক্ষীরার্ণবত্রয়-শায়ি-পরমাত্ম-পুরুষাবতার-মৎস্যকূর্ম্মবরাহ-রামনৃসিংহাদি-নৈমিত্তিকাবতার-ব্রহ্ম-শিবাদি-গুণাবতার-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-মহেন্দ্রাদি-বিভূত্যবতারাণাং সর্ব্বেষাং পতিঃ) সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ (সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-শক্তিত্রয়-সমন্বিতঃ) অনাদিঃ (আদি-

✶ সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই, সেহেতু সেই ইন্দ্রিয়াদিসাধ্য কার্য্যও নাই। তাঁহার সমান বা অধিক বস্তু নাই। তাঁহার পরাশক্তি স্বাভাবিকী এবং তাহা জ্ঞান (চিৎ), বল (সৎ) ও ক্রিয়া (আনন্দ)-ভেদে বিবিধা।

শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণ ঃ—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ১০৯ ॥

অবতারী শ্রীচৈতন্যে সর্ব্ব অবতার অন্তর্ভুক্ত ঃ—

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা ।
তাঁ'রে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১১০ ॥

তাঁহাকে যে কোন বিষ্ণুনামে অভিধানও দোষাবহ নহে ঃ—

সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী ।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১১ ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি ।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নরনারায়ণ ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১৩ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার ।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১১৪ ॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি ।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ১১৫ ॥

বৈধ ও রাগানুগ, সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা একান্ত আবশ্যক ঃ—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন ।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন ॥ ১১৬ ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০-১১২। কোন কোন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ক্ষীরোদশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু সেইসকল ভক্তের বাক্য মিথ্যা নয় ; যেহেতু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অবতারী, সুতরাং সকল অবতারই তাঁহাতে বর্ত্তমান।

১১৭। কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এইসকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয় ; কেন না কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান জানিতে পারিলে, তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

রহিতঃ—'অহমেবাসমেবাগ্রে' ইতি পদবাচ্যঃ) আদিঃ (সর্ব্বেষাং মূলরূপঃ) সর্ব্বকারণকারণং (সর্ব্বকারণানাং কারণং মূলং) গোবিন্দঃ।

১১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ ৯৫ সংখ্যা—"শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে। নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে।।"

১১৪। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণের অবতারিত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে —"অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্। মহেন্দ্রানুজাতং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম।। সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিৎ বৈকুণ্ঠনাথতাম্। ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্ত্যনুগামিনঃ।।"*

১১৭। অনেকে জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শদর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত-বিষয়ে প্রবেশ করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাব-সমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান-মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিমানী স্বল্প-রুচিবিশিষ্ট জনের শ্রবণাঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক-সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচিবৃদ্ধি হয় না। নবধা-ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে 'শ্রবণের' ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলেই সিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা সংবর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যে-কালে ত্যক্তজ্ঞান-প্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বলিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তথায়ও "সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং" বলিয়াছেন। পারমহংস্য অমলজ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠন-শ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনশিক্ষা-মধ্যেই আমরা শুনি,—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার।।" শ্রীরূপগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—আলস্য ত্যাগ করিয়া "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি।।" সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণব-পদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত "তদশ্মসারং" শ্লোক লিখিয়াছেন। তাঁহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বলেন,—"বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি কনিষ্ঠাধিকারিণা-মেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্মসার-হৃদয়তয়া নিন্দৈষা।"

** অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে মুনিগণ সেই সেই অধিকারানুসারে কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষ এবং কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।*

চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥ ১১৮ ॥

চৈতন্যে নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্যই
কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥

যেই কৃষ্ণ, সেই চৈতন্য ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন,—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং ক্বাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।" মিছাভক্তদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-নিম্বার্ক-বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইহাদের সুসিদ্ধান্ত-গুলিই ষট্সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গজ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল-সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল-শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।

১১৮। পঞ্চরাত্রে—"মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ। স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদির্নান্যথা।।" "মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ।।"*

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররূপ চারিরসের যে প্রাকট্য, তাহা জগতে আস্বাদনের বিষয় কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তিবিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন-প্রক্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। নামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম, তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিরসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারেরই দান করিবার ক্ষমতা নাই। এইজন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ ভাগবত-বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষের লক্ষণদ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়, অতএব গূঢ়। তিনি একমাত্র ভক্তিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ভক্ত তাঁহাকে ভক্তিদর্শনে দেখিবার যোগ্য হন। তাঁহার সেই উপাদেয় তত্ত্ব গোপনে রাখিবার জন্য তিনি অনেক যত্ন করেন, কিন্তু পরম ভক্তদিগের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য কেবল ইঙ্গিতবাক্যদ্বারা তাঁহার ভাবী উদয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে তাঁহার ছন্নাবতারের গূঢ়তা ও বিশেষ উপাদেয়তাই স্পষ্টীকৃত হয়। অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন যে,—জগৎ অতিশয় কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়াছে, এ

* *যিনি ভগবন্মহিমা-জ্ঞানযুক্ত, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অধিক ও সুদৃঢ় স্নেহ—ইহাই ভক্তি বলিয়া কথিত, যদ্দ্বারা সার্ষ্ট্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় লাভ হয়, অন্যথা হয় না। বিধিমার্গ-অনুসারিগণের স্নেহ মহিমাজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ মহিমাজ্ঞান-নির্ভর, কিন্তু রাগানুগ-আশ্রিতগণের স্নেহ প্রায়শঃ কেবল অর্থাৎ মহিমাজ্ঞান-অনির্ভর, তথা স্বাভাবিক।*